আশা জাগানিয়া সফটওয়্যার মেলা বেসিস সফট এক্সপো ২০০২

অনেকদিন পর আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) আয়োজিত বেসিস সফটএক্সপো বাংলাদেশ ২০০২। গত ২৬ অক্টোবর শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে এই মেলার উদ্বোধন করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান। এবারের মেলায় বেসিসের ৮৫টি সদস্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে মোট ১৫টি সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ISO 9001 সনদ থাকলেও মেলায় মাত্র ৫টি এমন প্রতিষ্ঠান এসেছে– যাদের এই সনদ রয়েছে।

তারপরও এবারের মেলায় সফটওয়্যার এসেছে প্রচুর। আর মেলায় আসা দেশী সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়িক কাজের জন্য তৈরি। ডাটা হেড প্রাইভেট লিমিটেড-এর তৈরী একটি নতুন বাংলা কী-বোর্ড এসেছে যেটি বাংলার প্রথম ইউনিকোড নির্ভর কী-বোর্ড আলপনা অবশ্য আলপনার কী বোর্ড লে-আউট প্রায় বিজয়ের মত হলেও যেহেতু আলপনা ইউনিকোড নির্ভর তাই এর কোডিং বিজয় থেকে আলাদা। তবে বিজয়ের একেবারে কাছাকাছি লে-আউট বলে আলপনা ব্যবহারে বিজয় ইউজারদের কোন সমস্যায় পড়তে হবে না। অন্যদিকে আলপনা ইউনিকোড নির্ভর বলে এটি অফিস ২০০০ কিংবা এক্সপিতে চলবে অনায়াসে।

অবশ্য ইংরেজি বানানে বাংলা লেখার জন্য এবং ফন্ট ছাড়া বাংলায় ইমেইল করার জন্য বিডিকম সফটওয়্যার তৈরি করেছে বংশী ওয়ার্ড ও বংশী মেইল। ইউনিকোড সাপোর্টেড হলেও এর ইংরেজি বানানে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে বাংলার জন্য স্বীকৃত ইংরেজি ব্যবহৃত হয়নি। তবে এর সাথে এমএসএন-এও বাংলা ব্যবহারের প্লাগইন রয়েছে– যা একটি আকর্ষণীয় সংযোজন।

মেলায় যেসব বিজনেস সলুশন এসেছে তা অধিকাংশ কোম্পানিরই লাইন আপ এক। প্রায় সব কোম্পানিই এইচ আর জি সিস্টেম, ই আর পি সিস্টেম, একাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইনভেন্টরি সিস্টেম, পেরোল সিস্টেম তৈরি করেছে। কিছু কিছু কোম্পানি তৈরি করেছে হোটেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিংবা হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এদের প্রায় সবারই এসব সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বিদেশের পাশাপাশি দেশেও বেশ ভালো ক্লায়েন্ট রয়েছে।

শুধু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিই নয়, অনেক নামী-দামী দেশী কোম্পানি, এমনকি মাঝারি ও ছোট কোম্পানিও এদের কাছ থেকে সফটওয়্যার কিনেছে। আবার অনেক কোম্পানিই তৈরি করেছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সফটওয়্যার– এদের প্রায় সবগুলোর ক্লায়েন্টই আমাদের দেশীয় ব্যাংক– এমনকি সোনালী ও জনতা ব্যাংকও এদের কারো কারো ক্লায়েন্ট। অবশ্য সবার বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি নামের ভিড়ে সিএসএল সফটওয়্যার রিসোর্সেস লিমিটেড ও দি কম্পিউটার্স লিমিটেডের সফটওয়্যারগুলোর নাম সবই বিষয়ভিত্তিক বাংলা শব্দ। সিএসএল-এর সফটওয়্যারের তালিকায় রয়েছে কাণ্ডারী, দেনা-পাওনা, ধীরাজ, নীধি, শক্তি, কর্মী, সমষ্টি ইত্যাদি। অন্যদিকে দি কম্পিউটার্সের রয়েছে নিকাশ, ভান্ডার, মজুরী, বিক্রয়, স্থির, ডাক্তারী, নিরূপণ ইত্যাদি। এবারের মেলায় অবশ্য শুধু সফটওয়্যারই নয় বরং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওয়েব পোর্টাল ও ওয়েব বেইজ ই-কমার্স সল্যুশনও দেখানো হয়েছে। তারমধ্যে ডাটাসফট সিস্টেমস বাংলাদেশ লিমিটেড প্রদর্শন করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানী ই-ভাস্তার সাথে যৌথ উদ্যোগে করা বিজিএমইএ'র ওয়েব পোর্টাল bangladeshgarments.info, এসট্রোনয়েড সিসটেমস্ লিমিটেড দেখিয়েছে টেন্ডার বিষয়ক পোর্টাল tenderbangla.info। এছাড়াও বেশকিছু ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যারও ছিল এই মেলায়। পাশাপাশি প্রচুর মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারও ছিল এই মেলায়। মাল্টিমিডিয়ার সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা ছিল ফরনিক্সসফট লিমিটেডের। তবে ডাটাসফটের তৈরি বিজ্ঞানের একশ' মজার খেলার প্রতি আগ্রহ ছিল মেলায় আগত ক্ষুদে দর্শকদের। মেলায় বেশ কিছু বিদেশী সফটওয়্যার এদেশী রিসেলাররা বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তারমধ্যে অস্ট্রেলিয়ান সফটওয়্যার কোম্পানি জিটিএস প্যাসিফিকের তৈরি হাইব্রিড ইন্সট্যান্ট মেসেজিং সফটওয়্যার ই-লাইভ টু ইউ এদেশে বাজারজাত করছে রাসপিত উট কম। এটি অবশ্য কেউ কিনতে পারবে না বরং ব্যবহারের জন্য বাৎসরিক ২১০০ টাকা দিতে হবে ইউজারকে।

আবার দেশে তৈরি সফটওয়্যার অথচ বিদেশে দারুণ চলছে এমন একটি অসাধারণ সফটওয়্যার হলো ব্যামেলন স্ট্যাটিসটিকস পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণারতদের মধ্যে দেশের বাইরে ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি বাজারজাতের জন্য এর প্রোগ্রামার নিজেই সেভেনথ্ সেনস সফটওয়্যার নামক কোম্পানী তৈরি করেছেন। এবং এবারের মেলায় এটি দেশে প্রদর্শন করেছেন। আবার মেলায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী পণ্য প্রদর্শন করেছে হংকংভিত্তিক কোম্পানী ঠাকরাল তারা। ডিজিটাল ভিডিও সার্ভেলিরেন্স সিস্টেম হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বাজারজাত করেছে। এছাড়া আইবিএম-এর বিজনেস পার্টনার বলে তারা আইবিএম-এর বিভিন্ন সফটওয়্যারও প্রদর্শন করেছে মেলায়। মেলার সবচেয়ে ব্যতিক্রমী স্টলটি ছিল ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের করা প্রফেশনাল সফটওয়্যার এখানে প্রদর্শিত হচ্ছিল। যার মধ্যে একটি এমআইএস সফটওয়্যার ইতিমধ্যেই এইচএসবিসি ব্যাংক ব্যবহার করছে।

মেলায় আগত প্রায় সমস্ত কোম্পানীই ঢাকাস্থ হলেও দুটি কোম্পানী ছিল ঢাকার বাইরের। আর দুটোই সিলেটের। এই কোম্পানী দুটি সিলেটের বিভিন্ন কোম্পানীতে সফটওয়্যার তৈরি করে দেবার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যেও বেশ কিছু সফটওয়্যার রপ্তানি করেছে। দক্ষ লোকবল তাদের জন্য কোন সমস্যা নয় বলে জানালেন। কম্পিউটার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের ডিরেক্টর মোঃ জয়নুল চৌধুরী। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণেই তাদের এ সুবিধা তৈরি হয়েছে। তবে ইন্টারনেট ভালো না থাকায় রিসোর্স একটা বড় সমস্যা বলে তারা মনে কনে।

মেলায় প্রথম দু'দিনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক এলেও তাদের অধিকাংশই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পড় য়া তরুণ-তরুণী। তাদের উপস্থিতির আধিক্যটাকেও অন্যভাবে দেখছেন না কর্তৃপক্ষ। বরং এটাই হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন বেসিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাফকাত হায়দার। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্সে অধ্যয়নরত অনেকেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায়। ওরা এ ধরনের মেলায় জানতে পারবে– তাদের ভবিষ্যতে কি ধরনের কাজ করতে হবে। প্রায় একই কথা বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শরীফ মুক্তাদির। অবশ্য কম্পিউটার মেলার হুজুগে পড়ে চলে আসা কলেজ ছাত্রী শাহানা চৌধুরী বলেন অন্যকথা। সফটওয়্যারগুলো কোন ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি হয়েছে জানতে চাইলে অধিকাংশ প্রদর্শকরাই তাদের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়নি।

আবার সিডকো লিমিটেড-এর গার্মেন্টস ডিভিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামাল সিদ্দিকী প্রতিটি স্টল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জানান, ২-৩ বছর আগে দেশে এমন সফটওয়্যারের কথা ভাবাও যেত না। অথচ এখন দেশেই তৈরী হচ্ছে। নিজের কোম্পানীর জন্য সফটওয়্যার নেয়ার ক্ষেত্রে এই মেলা তাকে বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে বারবার মিটিং করার ঝামেলা ও খরচ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে তিনি এ ধরনের মেলাকে সাধুবাদ জানান।

মেলার অধিকাংশ বিজনেস সফটওয়্যারই তৈরি হয়েছে ফ্রন্ট এন্ডে ভিজুয়াল বেসিক ও ব্যাক এন্ডে মাইক্রোসফট সিকুয়েল সার্ভার ব্যবহার করে। অল্প কিছুর ক্ষেত্রে ফ্রন্ট এন্ডে ভিজুয়াল সি ++ এবং হাতে গোণা দুই একটি ক্ষেত্রে জাভা ও ওরাকলের সমন্বয় দেখা গেছে। ভবিষ্যতে যেখানে ভিজুয়াল বেসিকের দিন ফুরিয়ে আসছে সেখানে এই টুলস ব্যবহার করে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা আমাদের দেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটা ফলপ্রসূ সে প্রশ্ন করেছে বেশ কিছু তরুণ দর্শক। এছাড়াও মেলায় বেশকিছু আইএসপিও ট্রেনিং সেন্টারও স্টল নিয়েছে।

তবে সবকিছু মিলিয়ে সফটএক্সপো ২০০২কে আয়োজক ও প্রদর্শক উভয়পক্ষই সার্থক বলে মনে করেছেন। এবং বেসিস কর্তৃপক্ষও এ ধরনের মেলা ভবিষ্যতে নিয়মিত আয়োজন করার ব্যাপারে আশাবাদী। গত ২৯ অক্টোবর এই মেলাটি সমাপ্ত হয়।

❑ মোঃ মারুফ হোসেন

তথ্যপ্রযুক্তি সংবাদ কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে পেশা হিসেবে নেয়ার সুযোগ

NYDASI উপযুক্ত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার প্রশিক্ষণের দক্ষ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফ্রি হার্ডওয়্যার কোর্সের আয়োজন করেছে। এই কোর্সের আওতায় কম্পিউটার পরিচিতি, কম্পিউটার এসেম্বেলিং ও ট্রাবল শ্যুটিংসহ হার্ডওয়্যারের সমস্যার সকল বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে। এই কোর্সের ক্লাসগুলো ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মজীবীদের দিকে লক্ষ্য করে প্রতি শুক্রবার পরিচালনা করা হবে। যোগাযোগঃ অফিস NYDASI, ৭৮, গ্রীন রোড, ফার্মগেট, ফোনঃ ৯১২৬৮৯৩।

ইনসাইটেকে ওরাকল কম খরচে শেখার বিশেষ সুযোগ

ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বস্তরের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বাস্তব জীবনে দক্ষ প্রোগ্রামার সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ইনসাইটেক কম্পিউটার্স' দক্ষ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা স্বল্প খরচে Oracle 8i & Developer 6i এবং Visual Basic প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে ১০ নভেম্বরের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ক্লাস শুরু ১১ নভেম্বর। যোগাযোগ ঃ ইনসাইটেক্ কম্পিউটার্স, ৪২/১, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা। ফোনঃ ৮১১২২৬৪, মোবাইল ঃ ০১৭১-০১৫৭৮৬।

কম্পিউটার ডিপ্লোমাতে ভর্তি

এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই এসএসআইটি'র কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশে ও তাদের একটি কার্যালয় আছে। বর্তমানে তাদের প্রশিক্ষণ কোর্স কর্মসূচীতে রয়েছে Diploma in Multimedia Software Engineering and Diploma in Database Software Engineering। আগামী ১০ই নভেম্বরের মধ্যে যোগাযোগ করুন ঃ এসএসআইটি, সেলটেক টাওয়ার (১১তলা), ৫৫, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫। ফোনঃ ৯১১৯৬৮২, ০১৭-১০৪১৪৭১। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি